﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾

"অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্‌র মধ্যে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ"

حكم اللحية فى الإسلام

ইসলামে দাড়ির বিধান

The rule of BEARD in ISLAM

আবুল কালাম মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾

"অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্‌র মধ্যে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ"

حكم اللحية فى الإسلام

ইসলামে দাড়ির বিধান

The rule of BEARD in ISLAM

আবুল কালাম মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান

পরিচালকঃ কুরআন-সুন্নাহ্ রিসার্চ সেন্টার, সিলেট

মোবা: ০১৭৪৩-৯৪২৭৪৫

E-mail:aakalam528@gmail.com

সহযোগিতায়

(হাফিজ) মুহাম্মাদ উবাইদুর রহমান মাহমুদ

প্রকাশনা ও পরিবেশনায়ঃ

প্রকাশনা ও লাইব্রেরী বিভাগ

কুরআন-সুন্নাহ্ রিসার্চ সেন্টার (QSRC)

২/১. কুদরত উল্লাহ মসজিদ কমপ্লেক্স (২য় তলা), বন্দর বাজার, সিলেট।

প্রথম প্রকাশ ঃ এপ্রিল ২০১২ঈ:

দ্বিতীয় সংস্করণ: জানুয়ারী ২০১৩ঈ:

নির্ধারিত মূল্য ঃ ৳ ১৫ (পনের) টাকা

মুদ্রণেঃ

মঈন কম্পিউটার এন্ড অফসেট প্রিন্টার্স

রাজা ম্যানশন, জিন্দাবাজার, সিলেট

ফোন: ৭২৬৩৬৮, ০১৭১২-৫০৫২৩৬

" বিশ্বের সকল মুসলিম-
মুসলিমার-ঈমান-আমল,আক্বীদাহ্-
বিশ্বাস,সালাত-সাউম,হাজ্ব-যাকাতসহ
যাবতীয় ইবাদাত-বন্দেগীর ত্বরীকা,
নিয়ম-পদ্ধতি ও সংখ্যা এক
ও অভিন্ন হতেই হবে- কেননা
এর উৎস্য এক।"

প্রাসঙ্গিকতা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ وَ عَلٰى آلِهِ وَصَحْبِه...أما بعد:

রাসূল ﷺ এর নিঃশর্ত আনুগত্য, অনুসরণ ও অনুকরণে মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশ—

আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করেন:-

﴿ مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ﴾

"যে রাসূলের আনুগত্য করলো সে তো আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করলো।" *(সূরাহ্ আন-নিসা ঃ ৮০)*

"রাসূল তোমাদেরকে যা নির্দেশ দেন তা গ্রহণ করো, আর যা নিষেধ করেন তা তোমরা বর্জন করো এবং আল্লাহ্‌কেই ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শাস্তি প্রদানে কঠোর।" (সূরাহ্ আল-হাশ্‌র : ৭)

"আর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কোন নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ ও নারীর জন্য নিজেদের ব্যাপারে অন্য কিছু এখতিয়ার করার অধিকার থাকে না; আর যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করবে সে অবশ্যই স্পষ্ট পথভ্রষ্ট হবে।" (সূরাহ্ আল-আহ্‌যাব ঃ ৩৬)

"বল, যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপ সমূহ মাফ করে দেবেন। আর আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরাহ্ আ-লি ইমরান ঃ ৩১)

"অতএব তোমার রবের কসম, তারা মু'মিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোন দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়।" (সূরাহ্ আন-নিসা ঃ ৬৫)

"হে মু'মিনগণ, তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। আর তোমরা তোমাদের আমল সমূহ বিনষ্ট করোনা।" (সূরাহ্ মুহাম্মাদ ঃ ৩৩)

"অত:পর যদি কোন বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ্ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও—যদি তোমরা আল্লাহ্ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ। এটিই উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর।" (সূরাহ্ আন-নিসা ঃ ৫৯)

হে আল্লাহ্ তুমি আমাদেরকে তোমার এবং তোমার রাসূলের সঠিক আনুগত্য করার তাওফীক্ব দাও। আমীন॥

সুন্নুনুল ফিত্বরাহ্ বা প্রকৃতিগত স্বভাবজাত সুন্নাত সমূহ

এমন কিছু কাজ, অভ্যাস ও নিয়ম-পদ্ধতি যা প্রকৃতিগতভাবে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে মিশে আছে, তাকে স্বভাবজাত সুন্নাত বা ফিত্বরাতী সুন্নাত বলে। যা সকল নাবী-রাসূল عليهم الصلاة والسلام গণেরও সুন্নাত ছিল।

ফিত্বরাত বা মানবীয় প্রকৃতিগত স্বভাবজাত সুন্নাত

১। الختان খাত্না করা।

পুরুষ-মহিলা উভয়ের খাত্না করা ফিত্বরাতী সুন্নাত। তবে পুরুষদের খাত্না করা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত এবং মহিলাদের খাত্না করা প্রয়োজন সাপেক্ষে। মুসলিম উম্মাহর স্কলারদের মতে পুরুষদের খাত্না করা ওয়াজিব আর মহিলাদের খাত্না করা মুস্তাহাব। *(সালাতুল মু'মিন-১ম খন্ড, পৃ:-২২)*

২। حلق العانة নাভীর নীচের চুল কামানো

৩। نتف الإبط বগলের লোম উপড়ানো বা পরিস্কার করা

৪। تقليم الأظافر হাত-পায়ের নখ কাটা

৫। قص الشارب মোচ বা গোঁফ কাটা। হাদীসে গোঁফ কাটার কথা বলা হয়েছে। তাই গোঁফ কেটে ছোট করে রাখতে হবে। গোঁফ কাটার পরিবর্তে মুন্ডানো বা কামানো সুন্নাত পরিপন্থী।

৬। إعفاء اللحية দাড়ি বড় করা, বর্ধিত করা, বেশী করা ও ছেড়ে দেওয়া। আল্লাহ্র রাসূল ﷺ এর নির্দেশের আলোকে ফক্বীহ্গণ ঐক্যমতে এ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, "দাড়ি রাখা ওয়াজিব এবং কামানো বা মুন্ডন করা হারাম।" *(ফিক্বহুস্ সুন্নাহ্-১মখন্ড, পৃ: ৩৮)*

৭। السواك মিস্ওয়াক করা।

৮। غسل البراجم দেহের অঙ্গসন্ধিগুলো বা গিরাসমূহ্ ধৌত করা।

৯। الإستنجاء بالماء পানি দিয়ে শৌচ করা-ইস্তিন্জা করা।

১০। واستنشاق الماء নাকের মধ্যে পানি দিয়ে নাক পরিস্কার করা।

আয়িশাহ্ رضي الله عنها বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: "দশটি কাজ ফিত্বরাতের অন্তর্ভুক্ত: গোঁফ বা মোচ কাটা, দাড়ি লম্বা করা, মিস্ওয়াক করা, পানি দিয়ে নাক পরিস্কার করা, নোখ কাটা, অঙ্গ সন্ধিগুলো ধৌত করা, বগলের পশম উপড়ে ফেলা, নাভীর নীচের পশম মুন্ডন করা, এবং পানি দ্বারা ইস্তিন্জা করা। অন্য বর্ণনায়-"খাত্না করা"। *(সহীহ্ মুসলিম: হা: নং-২৫৭, ২৬১)*

দাড়ি রাখা ওয়াজিব কামানো বা মুন্ডানো হারাম

আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

"তোমরা গোঁফ বা মোচ কেটে ছোট করে রাখো এবং দাড়ি লম্বা করো, দাড়ি বেশী করো, দাড়ি বর্ধিত করো, দাড়ি ছেড়ে দাও, দাড়ি বৃদ্ধি করো, দাড়িকে ঢিল দাও, দাড়িকে ক্ষমা করে দাও।"

আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ এর নির্দেশ–

" اَحْفُوْا الشَّوَا رِبَ وَاعْفُوْا اللِّحٰى "

"তোমরা গোঁফ কেটে ফেল এবং **দাড়ি ছেড়ে দাও**"। *(সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুত ত্বাহারাহ্, অধ্যায়-১৬ হা: নং-২৫৯)*

" اَنَّهٗ ﷺ اَمَرَ بِاحْفَاءِ الشَّوَا رِبِ وَاِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ "

"তিনি ﷺ গোঁফ ছোট করতে এবং **দাড়ি বড় করে রাখতে আদেশ** করেছেন।"
(সহীহ্ মুসলিম–হা: নং-২৫৯/১)

" خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ اَحْفُوْا الشَّوَارِبَ وَاَوْفُوا اللِّحٰى "

"তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধাচরণ করো– মোচ কেটে ছোট করে ফেল এবং **দাড়ি লম্বা করো**।" *(সহীহ্ মুসলিম-হা: নং-২৫৯/২)*

" جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَاَرْخُوا اللِّحٰى خَالِفُوا الْمَجُوْسَ "

"তোমরা মোচ কেটে ফেলো এবং **দাড়ি লম্বা করে** অগ্নি পূজকদের বিরুদ্ধাচরণ করো।" *(সহীহ্ মুসলিম, হা: নং-২৬০)*

" قَصُّ الشَّارِبِ وَاِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ "

"গোঁফ কাটা ও **দাড়ি লম্বা করা**।" *(সহীহ্ মুসলিম- হা: নং-২৬১)*

" خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ وَفِّرُوا اللِّحٰى وَاَحْفُوا الشَّوَارِبَ "

"তোমরা মুশরিকদের বিপরীত করবে: **দাড়ি লম্বা রাখবে** এবং গোঁফ ছোট করবে।"
(সহীহ্ বুখারী–হা: নং-৫৮৯২)

" اِنْهَكُوا الشَّوَارِبَ وَاَعْفُوا اللِّحٰى "

"তোমরা গোঁফ ছোট করবে এবং **দাড়ি ছেড়ে দিবে**।" *(সহীহুল বুখারী-হা: নং-৫৮৯৩)*

উপরোল্লেখিত হাদীসগুলোতে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা হলো:-

১ : গোঁফ কেটে ছোট করে রাখতে হবে।

২ : দাড়ি লম্বা করে রাখতে হবে, বৃদ্ধি করে রাখতে হবে, বেশী রাখতে হবে, বর্ধিত করতে হবে, দাড়িকে ক্ষমা করতে হবে (কাট-ছাট) থেকে এবং দাড়ি ছেড়ে দিতে হবে।

৩ : দাড়ির গুরুত্ব অপরিসীম।

৪ : গোঁফ ও দাড়ি রাখার বেলায় মুশরিক ও অগ্নি উপাসকদের বিরোধিতা করতে হবে। তারা মোচ লম্বা করতো এবং দাড়ি কাট-ছাট করে ছোট করে রাখতো। আবার কেউ কেউ দাড়ি মুন্ডনও করতো।

৫ । আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে– গোঁফ কেটে ছোট করে রাখতে এবং দাড়ি লম্বা করে রাখতে। কোন অবস্থাতেই দাড়ি কামানো বা মুন্ডানো যাবে না। আর মোচ লম্বা করা যাবে না।

মুহাদ্দিস ও ফুক্বাহাগণের ব্যাখ্যা

১। ইবনু হাজার আস্‌কালানী ﷺ বলেন: অগ্নি উপাসক-মুশরিকগণ দাড়ি ছেটে রাখত। তাদের মধ্যে কেউ কেউ দাড়ি মুন্ডন করত। *(ফাতহুল বারী ১০/৩৪৯ পৃ:)*

(সূত্র : ১ থেকে ৫, কুরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে পোশাক, পর্দা ও দেহ-সজ্জা, পৃষ্ঠা: ৩৩৯-৩৪১, ড. খোন্দাকার আব্দুল্লাহ্ জাহাঙ্গীর)

২। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ফক্বীহ্ ইমাম আবু জা'ফর তাবারী ﷺ বলেন; পারসিকগণ দাড়ি কাটত এবং হালকা করত, হাদীসে তা নিষেধ করা হয়েছে।

(ফাতহুল বারী-১০/৩৫০ পৃ:)

৩। ইমাম আল্লামা শাওকানী ﷺ বলেন– اِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ বা দাড়িকে মুক্ত রাখার অর্থ দাড়ি বড় ও বেশী করা। অভিধানে এরূপই বলা হয়েছে। সহীহ্ বুখারীর এক হাদীসে "দাড়ি বেশী করার" নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং সহীহ্ মুসলিমের এক হাদীসে "দাড়ি পূর্ণ করার" নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এগুলো সবই একই অর্থে। পারসিক অগ্নি পূজকদের রীতি ছিল দাড়ি ছোট করা বা কাট-ছাট করা। এজন্যই ইসলামী শারীয়াতে এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং দাড়ি বড় রাখতে নির্দেশ দিয়েছে।" *(নাইনুল আওতার ১/১৩৬)*

৪। আল্লামা শামসুল হক্ব আযীমাবাদী বলেনঃ اِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ বা দাড়িকে মুক্ত রাখার অর্থ দাড়ি নিম্নগামী করে ছেড়ে দেওয়া ও বেশী করা।

পারসিকদের রীতি ছিল দাড়ি ছাটা। এজন্য ইসলাম তা নিষেধ করেছে এবং দাড়ি বড় করতে নির্দেশ দিয়েছে। *(আউনুল মা'বুদ ১/৫৩)*

৫। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দীস ও ফক্বীহ্ ইমাম ইবনু হায্‌ম বলেন-দাড়ি ছেড়ে দেওয়া ও গোঁফ কর্তন করা ফরয।" *(আলমুহাল্লা-২/২২০)*

৬। حمل الفقهاء هذا الأمر على الوجوب وقالوا بحرمة حلق اللحية بناء على هذا الأمر.

আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ এর নির্দেশের আলোকে-"মুসলিম উম্মাহ্‌র ফক্বীহগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, দাড়ি রাখা ওয়াজিব আর দাড়ি কামানো বা মুন্ডন করা হারাম।" *(ফিক্বহুছ সুন্নাহ্-১ম খন্ড, পৃ: ৩৮)*

৭। মুসলিম উম্মাহ্‌র একমাত্র দ্বীনি বোর্ড "গবেষণা, ইলমিয়্যাহ্ ও ফাতাওয়া স্থায়ী বোর্ড"-সাউদী আরব। এ বোর্ডের মুহ্‌তারাম চেয়ারম্যান, সাউদী আরবের প্রধান ও গবেষণা, ফাতাওয়া, দাওয়াহ্ ও ইরশাদ বিভাগের মহা পরিচালক ইমাম আশ-শাইখ আব্দুল আজীজ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন বায সহ বোর্ডের সম্মানিত সকল সদস্য সর্ব সম্মতিক্রমে সহীহ্ সুন্নাহ্‌র আলোকে গোফ ও দাড়ি রাখার ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তা পেশ করা হলো:-

- *ফাতাওয়া নং-৭২৯৩, ৫ম খন্ড, পৃ: ১৩২:* **'দাড়িকে (কাট-ছাট)** *থেকে মুক্ত রেখে বড় করে রাখা ওয়াজিব।"*
- *ফাতাওয়া নং-৬৬৭, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা: ১৩৩:* **"দাড়ি কামানো হারাম** *এবং দাড়ি কাট-ছাট করা না জায়েজ।"*
- *ফাতাওয়া নং-৮৩৬, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৩৫:* **"দাড়ি কামানো হারাম,** *যে দাড়ি মুন্ডালো সে হারাম কাজ করলো, সে অবশ্যই গুনাহ্‌গার তাকে সতর্ক করতে হবে।"*
- *ফাতাওয়া নং-১৪০৫, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৩৬:* **"দাড়িকে মুক্তভাবে ছেড়ে দিতে হবে** *কোন কাট-ছাট করা যাবে না। কেননা* **দাড়ি কাট-ছাটের** *ব্যাপারে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ থেকে কোন প্রমাণ নেই।"*
- *ফাতাওয়া নং-১৫৮৩, ৫ম খন্ড, ১৩৮ পৃষ্ঠা :* **"দাড়িকে ক্ষমা করে বৃদ্ধি করে** *রাখা ওয়াজিব এবং কামানো হারাম। কেননা* **দাড়ি কামালে** *সরাসরি আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ এর নাফরমানী করা হয় এবং কাফিরদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা হয়।"*
- *ফাতাওয়া নং-২১৩৯, পৃষ্ঠা: ১৪০, ৫ম খন্ড: "গোঁফ কেটে ছোট করে রাখা ফিত্বরাতী সুন্নাত। তাই গোঁফ লম্বা করা কোন মুসলিমের জন্য জায়েজ নয়। এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা:) এর কঠোর হুশিয়ারী-*

" مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا "

"যে ব্যক্তি গোঁফ বা মোচ কাটে না সে আমার দলভুক্ত নয়।"

(তিরমিযী হা: নং-২৭৬১, নাসাঈ, আহমদ, হাদীস সহীহ্)

✪ *ফাতাওয়া নং-২১৯৬, পৃষ্ঠা: ১৪০-৪১, ৫ম খন্ড:* **"দাড়িকে ক্ষমা করা,** *ঝুলিয়ে দেওয়া, বেশী করা ওয়াজিব এবং দাড়ি মুন্ডন করা ও কাট-ছাট করা হারাম।"*

আরো বিস্তারিত দেখুন– ৫ম খন্ড: *ফাতাওয়া নং– ২২৫৮, ২২৯৪, ৩০২১, ৩১৫১, ৩৩০৩, ৪৯৮৮, ৫৩১৬, ৬১০৬, ৩৭১৬, ৩৮৩২, ৪১৫৫, ৪২৫৫, ৪২৫৯, ৪৬৬৬, ৪৭৬২, ৮৬৬৮ ও ফাতাওয়া নং–৯২০২।*

وبـالـلّـه التـوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

الـلـجـنةُ الـدائـمة لـلبـحـوث الـعـلـمية والإفتاء

المملكة العربية السعودية.

দাড়ি কাট-ছাট করা ও দাড়ির সীমা রেখা

আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ দাড়ি রাখার ব্যাপারে নির্দেশ ও আদেশ সূচক যে শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন তা হচ্ছে–

اَعـفُوْا اللِّحْى، اَرْجِئُوْا اللِّحْى، اَرْخُوْا اللِّحْى، وَفِّرُوْا اللِّحْى، اِعْفَاءُ اللِّحية

এসব শব্দগুলো সমার্থবোধক এবং একটি অপরটির সম্পূরকও। নির্দেশগুলোর অর্থ হচ্ছে–দাড়ি বেশী করো, বর্ধিত করো, দাড়িকে ক্ষমা করো, ছেড়ে দাও, বৃদ্ধি করো, দাড়িকে ঢিল দিয়ে লম্বা করো ও ঝুলিয়ে দাও।

রাসূল ﷺ এর এ সমস্ত নির্দেশ থেকে যে বিষয়টি পরিস্কারভাবে জানা গেল তা হচ্ছে– দাড়ি কাটা যাবে না, দাড়ি কাট-ছাট করা যাবে না, দাড়ি কেটে ছোট করা যাবে না। দাড়ি কাটা, কাট-ছাট করা এবং দাড়িকে কেটে ছোট করে রাখা বা দাড়ি কামানো কোনটাই যাবে না। কারণ ইহা মুশরিক ও অগ্নি উপাসকদের কাজ। আর তাদের বিরুদ্ধাচরণ করতে আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ এর নির্দেশ–

"خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ وَفِّرُوْا اللِّحْى وَاَحْفُوا الشَّوَارِبَ"

"তোমরা মুশরিকদের বিপরীত করো–দাড়ি পরিপূর্ণ লম্বা রাখো এবং গোঁফ কেটে ছোট করো।" *(সহীহুল বুখারী: হা: নং-৫৮৯২)*

যেহেতু আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ কখনো দাড়ি কাটেননি এবং দাড়ির কোন সীমানা নির্ধারণ করেননি। তাই দাড়ি কাটার ব্যাপারেও সীমা নির্ধারণে অযথা চেষ্টা-তদবীর করা দ্বীনের মধ্যে একটি বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কিছুই নয়। একজন রাসূল প্রেমিকের উচিত—রাসূল ﷺ যেভাবে দাড়ি রেখেছেন, সেভাবেই দাড়ি রাখা। আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ এর পরিপূর্ণ অনুসরণ-অনুকরণ ও আনুগত্যের দাবীই হলো—গোঁফ কেটে ছোট করে রাখা এবং দাড়ি না কেটে লম্বা করে রাখা।

উল্লেখ্য যে, তিরমিযীতে বর্ণিত ২৭৬২নং হাদীসে বলা হয়েছে—

كان يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُوْلِهَا

অর্থাৎ—"নাবী ﷺ তাঁর দাড়ির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ থেকে কাটতেন।"
এ হাদীসটি জাল, মাওযু ও বাতিল। (সিল: আ: দ্ব: ওয়াল মাওদ্বু'য়া হা: নং ২৮৮)

আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ এর দাড়ি কেমন ছিল?

আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ কখনও দাড়ি কাটেন নি। তাঁর দাড়ি ছিল বড়, দাড়ি ছিল বেশী ও ঘন যা রাসূল ﷺ এর বুক পূর্ণ করে ফেলেছিল। সহীহ্ হাদীস থেকে ইহাই প্রমাণিত। সহীহ্ হাদীস ও সুন্নাহ্‌র বর্ণনা এবং ভাষা নিম্নরূপ—

" كَانَ عَظِيْمَ اللِّحْيَةَ "

"রাসূল ﷺ অনেক বড় দাড়ির অধিকারী ছিলেন।" *(সহীহুল জা:মি, হা: নং-৪৮২০ হাদীস সহীহ্)*

" كَانَ كَثِيْرَ شَعْرِ اللِّحْيَةَ "

"রাসূল ﷺ এর দাড়ি ছিল বেশী ও ঘন।" *(সহীহ্ মুসলিম, সহীহুল জা-মি', হা: নং-৪৮২৫ হাদীস সহীহ্)*

" قَدْ مَلأَتْ لِحْيَتُهُ مَا بَيْنَ هٰذِهِ اِلٰى هٰذِهِ، قَدْ مَلأَتْ نَحْرَهُ "

"রাসূল ﷺ এর দাড়ি তাঁর বুক পূর্ণ করে ফেলেছিল।" *(তিরমিযী, আশ-শামাইল-পৃ: ৩৫১, আলবানী, মুখতাসারুশ শামাইল, পৃ: ২০৮-২০৯)*

" كَثُّ اللِّحْيَةِ سَهْلَ الْخَدَّيْنِ "

"রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর দাড়ি ছিল ঘন ও ভরপুর, গাল দু'টি ছিল মসৃণ ও স্বল্প মাংসল।"
(তিরমিযী, আশ-শামাইল)

আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ নিজে বড় দাড়ি রাখতেন। উম্মাতকে বড় দাড়ি রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং দাড়ি ছোট করতে এবং মুন্ডন করতে নিষেধ করেছেন। তিনি ﷺ দাড়ির যত্ন নিতেন এবং বেশী বেশী দাড়ি পরিপাটি করতেন ও আঁচড়াতেন।

আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ এর চুলের বিবরণ

আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ **সর্বদা লম্বা চুল রাখতেন**। তাঁর চুল কখনো কানের মাঝামাঝি, কখনো কানের লতি পর্যন্ত পৌঁছত। আবার কখনো দুই কাঁধ পর্যন্ত লম্বা থাকতো। হাজ্ব বা উমরাহ্‌ ছাড়া তিনি ﷺ কখনো মাথার চুল মুন্ডন করেছেন বলে জানা যায়নি।

হাদীসে রাসূল ﷺ এর মাথার চুলের বর্ণনা নিম্নরূপ–

" لَيْسَ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلاَ بِا لسَّبْطِ "

"রাসূল ﷺ এর চুল অতিশয় কোঁকড়ানোও ছিল না, আর সম্পূর্ণ সোজাও ছিল না।"
(সহীহুল বুখারী, হাঃ নং-৫৯০০)

" اِنَّ جُمَّتَهُ لَتَضْرِبُ قَرِيْباً مِنْ مَنْكِبَيْهِ "

"নাবী ﷺ এর মাথার চুল প্রায় তাঁর কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছত।"

" شَعْرُهُ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ "

"নাবী ﷺ এর চুল তাঁর উভয় কানের লতি পর্যন্ত পৌঁছত।" *(সহীহুল বুখারী, হাঃ নং-৫৯০১)*

" كَانَ يَضْرِبُ شَعْرُهُ مَنْكِبَيْهِ "

"নাবী ﷺ এর মাথার চুল (কখনো) কাঁধ পর্যন্ত লম্বা হতো।" *(সহীহুল বুখারী, হাঃ নং-৫৯০৩)*

" بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ "

"রাসূল ﷺ এর চুল ছিল দু'কান ও দু'কাঁধের মাঝ পর্যন্ত।" *(সহীহুল বুখারী, হাঃ নং-৫৯০৫)*

"নাবী ﷺ চিরুনী দিয়ে আঁচড়াতে ও উযু করতে যথাসাধ্য ডান দিক থেকে শুরু করতে পছন্দ করতেন।" ***(সহীহুল বুখারী, হাঃ নং-৫৯২৬)***

গোঁফ কাটা না কামানো

গোঁফ বা মোচের ব্যাপারে হাদীসের নির্দেশ হলো: قَصُّ الشَّوَارِبَ গোঁফ কাটা। جُزُّوا الشَّوَارِبَ গোঁফ খাট করো। اَحْفُوا الشَّوَارِبَ গোঁফ কাট-ছাট করো। اِنْهَكُوا الشَّوَارِبَ তোমরা গোঁফ ছোট করবে। কিন্তু কোথাও বলা হয়নি اِحْلِقُوا الشَّوَارِبَ তোমরা গোঁফ মুন্ডন করো বা কামাও। قَصٌّ শব্দের অর্থ হচ্ছে কাটা আর حَلْقٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে কামানো বা মুন্ডানো। যেহেতু গোঁফের ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কাটার জন্য। তাই কাটাই উত্তম এবং হাদীসের নির্দেশের সাথে সামঞ্জস্যশীল।

মাথার চুল ও দাড়ি থেকে সাদা চুল উপড়ানো

চুল ও দাড়ি থেকে সাদা চুল উপড়ে ফেলা নিষেধ। ইহা একটি নিষিদ্ধ কাজ।
আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ এর নির্দেশ–

" اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ، وَقَالَ: اِنَّهُ نُوْرُ الْمُسْلِمِ "

"নাবী করীম ﷺ সাদা পাকা চুল উপড়ে ফেলতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন "নিশ্চয়ই ইহা মুসলিমের নূর।" *(তিরমিযী, হা: নং-২৮২১, হাদীস সহীহ্)*

অন্য বর্ণনায়– " لَا تَنْتِفُوْا الشَّيْبَ، فَاِنَّهُ نُوْرُ الْمُسْلِمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "

"তোমরা সাদা পাকা চুল উপড়ে ফেলোনা। কেননা, তা ক্বিয়ামতের দিন মুসলিমের জন্য নূর (জ্যোতি) হবে।" *(আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনু মাযাহ্, হাদীস হাসান)*

আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : "তোমরা তোমাদের সাদা পাকা চুল গুলো উপড়িয়ে ফেলবে না। কেননা ইহা মুসলিমের নূর। মুসলিম থাকা অবস্থায় যার একটি চুল সাদা হবে, আল্লাহ্ তা'য়ালা এর বিনিময়ে তার জন্য একটি নেকী লিখে রাখবেন। তার একটি গুনাহ্ মাফ করে দিবেন এবং তার জন্য একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন।"
(আবু দাউদ, মিশকাত, হা: নং-৪৪৫৮, হাদীস হাসান)

চুল-দাড়ির যত্ন করা

আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ চুল-দাড়ির যত্ন নিতেন এবং যত্ন নিতে নির্দেশ দিতেন। চুল অযত্নে অপরিপাটিভাবে রেখে দেওয়া তিনি ﷺ অপছন্দ করতেন। তিনি ﷺ নিয়মিত চুলে তেল ও সুগন্ধি ব্যবহার করতেন এবং চুল আঁচড়াতেন। বিশেষত: তিনি বেশী

বেশী দাড়ি পরিপাটি করতেন ও আঁচড়াতেন। চুল-দাড়ি আঁচড়ানোর সময় ডান-দিক থেকে শুরু করতে ভালবাসতেন। কখনো তিনি ﷺ নিজেই চুল আঁচড়াতেন আবার কখনো তাঁর ﷺ স্ত্রী তাঁর চুল আঁচড়ে দিতেন।

চুলের যত্নের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ বলতেন– "مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ"

"যার চুল আছে; সে যেন চুলের সম্মান করে বা যত্ন করে।"

(আবু দাউদ, সহীহুল জা-মি: হা: নং-৬৪৯৩, হাদীস সহীহ্)

চুল ও দাড়িতে রং লাগানো

সাদা চুল ও দাড়িতে রং লাগানো চুল-দাড়ির সম্মান ও যত্নের পর্যায়ভুক্ত।

আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ বলেন–

"اِنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى لَا يَصْبُغُوْنَ فَخَالِفُوْهُمْ"

"ইয়াহুদ ও নাসারারা (চুল-দাড়িতে) রং লাগায় না। কাজে তোমরা তাদের উল্টো কর।" *(সহীহুল বুখারী, হা: নং-৩৪৬২, ৫৮৯৯)*

জাবির رضي الله عنه হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আবু বকর সিদ্দীক رضي الله عنه এর পিতা আবু কুহাফাকে মক্কা বিজয়ের দিনে এমন অবস্থায় আনা হলো যে, তাঁর মাথার চুল ও দাড়ি সাগামার (সাদা ফুলের) ন্যায় সাদা ছিল। এ দেখে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন–

"غَيِّرُوْا هٰذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوْا السَّوَادَ"

"কোন কিছু দিয়ে সাদা রং পরিবর্তন করে দাও। তবে কালো রং থেকে বিরত থাকবে।" *(সহীহ্ মুসলিম, হাঃ নং-৫৪০১-৫৪০২)*

সাদা চুল-দাড়িকে মেহেদী, কাতাম, হলুদ ও যা'ফরান ইত্যাদি দিয়ে লাল, হলুদ, লালচে হলুদ, নীলচে হলুদ, কালচে লাল বা কালচে হলুদ করা যায়। তবে এর মধ্যে মেহেদী ও কাতামের রং হচ্ছে সর্বোত্তম।

আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

"اِنَّ اَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ الشَّيْبُ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ"

"সাদা পরিবর্তন করার জন্য সর্বাধিক উৎকৃষ্ট বস্তু হলো মেহেদী এবং কাতাম।"

(তিরমিযী, হা: নং-১৭৫৩, হাদীস সহীহ্)

الكتم হচ্ছে– এক জাতীয় উদ্ভিদ অথবা এক প্রকার ঘাস।

চুল ও দাড়িতে কালো খেযাব ব্যবহার

আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ চুল-দাড়িতে কালো খেযাব বা কলপ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তিনি ﷺ বলেন–

" غَيِّرُوا هٰذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوْا السَّوَادَ "

"কোন কিছু দিয়ে সাদা রং পরিবর্তন করে দাও। তবে **কালো রং থেকে দূরে থাকবে।"** *(সহীহ্ মুসলিম, হা: নং-৫৪০১-৫৪০২)*

চুল-দাড়িতে কালো খেযাব বা কলপ ব্যবহারে রাসূল ﷺ এর **কঠোর হুঁশিয়ারী ও নিষেধাজ্ঞা–**

" يَكُوْنُ فِيْ اٰخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَخْضِبُوْنَ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لَا يَرِيْحُوْنَ (لَا يَجِدُوْنَ) رَائِحَةَ الْجَنَّةِ "

"শেষ যামানায় এক শ্রেণীর লোক চুল–দাড়িতে কালো রং দ্বারা খেযাব দিবে। দেখতে কবুতরের বুকের মত সুন্দর লাগবে। তারা জান্নাতের সুগন্ধি ও পাবে না।"
(আবু দাউদ, নাসাঈ, মিশকাত হা: নং-৪৪৫২, সহীহুল জা-মি, হা: নং-৮১৫৩, হাদীস সহীহ্)।

উল্লেখ্য যে, ইমাম মুসলিম সহীহ্ মুসলিম শরীফে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন যার শিরোনাম হলো–

بَابُ اِسْتِحْبَابِ خِضَابِ الشَّيْبِ بِصُفْرَةٍ اَوْ حُمْرَةٍ، وَتَحْرِيمِهِ بِالسَّوَادِ.

অধ্যায়ঃ সাদা চুল-দাড়িতে হলুদ বা লাল রং এর খেযাব ব্যবহার মুস্তাহাব, আর কালো খেযাব লাগানো হারাম। *(পর্ব-৩৮: পোষাক ও সাজসজ্জা। অধ্যায়: ২৪)*

ইমাম নববীও এ বিষয়ে রিয়াদুস সালিহীনে অধ্যায় রচনা করেছেন যার শিরোনাম হলো–

بَابُ نَهْيِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ عَنْ خِضَابِ شَعْرِهِمَا بِسَوَادٍ

অধ্যায়ঃ চুলে কালো খেযাব লাগানো পুরুষ-মহিলা সকলের জন্য নিষিদ্ধ।
(পর্ব-১৭: নিষিদ্ধ বিষয়াবলী, অধ্যায়: ২৯৪)

এ বিষয়ে বিস্তারিত আরো দেখুনঃ

সহীহ্ মুসলিম, হা: নং–৫৪০১, ৫৪০২। নাসাঈ– হা: নং–৫০৭৬, ৫২৪২। আবু দাউদ–হা: নং–৪২০৪। ইবনু মাযাহ্– হা: নং–৩৬২৪। আহমদ–হা: নং–১৩৯৯৩, ১৪০৪৬ ও ১৪২৩১। রিয়াদুস্ সালিহীন– হা: নং–১৬৪৫। মিশকাত–হা: নং–৪৪২৩, ৪৪২৪, ৪৪৫১, ৪৪৫২, ৪৪৫৩, ৪৪৫৪, ৪৪৫৮, ৪৪৫৯।

অনেক চুল-দাড়ি পাকা ব্যক্তিকে একাজ করতে দেখা যায়। তারা কালো রং দ্বারা সাদা চুল-দাড়ি রংগিয়ে নিজেদেরকে যুবক কিংবা অপেক্ষাকৃত কম বয়সী বলে প্রকাশ করে। এতে প্রথমতঃ সে নিজে নিজেকেই ধোঁকা দেয়-প্রতারণা করে, এবং মিথ্যা আত্মতৃপ্তি অর্জন করে। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহর সৃষ্টিকে গোপন করে অন্য মানুষকে প্রতারিত করে।

এ ব্যাপারে সাউদী আরবে অবস্থিত মুসলিম উম্মাহ্‌র একমাত্র স্থায়ী ফাতাওয়া বোর্ড "গবেষণা, ইলমিয়্যাহ্‌, ও ফাতাওয়া স্থায়ী বোর্ড" যে সিদ্ধান্ত দিয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

" تغيير الشيب بالصبغ الأسود لايجوز "

" أما التغيير بالسواد الخالص فلايجوز للرجال والنساء "

"সাদা চুল-দাড়িতে কালো খেযাব ব্যবহার করা পুরুষ-মহিলা কারো জন্য জায়েয নয়।" *(ফাতাওয়া-আল-লাজনাতুদ্‌দায়িমাহ্‌, ৫ম খন্ড, ফাতাওয়া নং-৩২৭, ১৬৪০, ১৮৩৯ ও ৯৪০৭, পৃষ্ঠা-১৬৫-১৬৮)*

তাই এখনও সময় আছে সতর্ক হওয়ার। আমাদের উচিৎ এ ধরনের অভ্যাস ত্যাগ করে কেবলমাত্র আল্লাহকে ভয় করে দুনিয়ার জীবনের অবশিষ্ট সময়টুকু কাটানো। আমাদেরকে অবশ্যই নির্ধারিত সময়ে দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হবে। তাই তাক্বওয়া অর্জনের সময় এখনই। " وَاللّٰهُ وَلِيُّ التَّوْفِيْق "

চুল-দাড়ি সংক্রান্ত কতিপয় সহীহ্‌ হাদীস

আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

"তোমরা গোঁফ অধিক ছোট করবে এবং দাড়ি ছেড়ে দিবে।" (সহীহুল বুখারীঃ হাঃ নং-৫৮৯৩)।

"আল্লাহ্‌ তা'য়ালা লা'নত করেন সেসব নারীদেরকে যারা নিজে পরচুলা লাগায় এবং যারা অন্যদেরকে তা লাগিয়ে দেয়, যারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে উল্‌কি আঁকে এবং অন্যকে এঁকে দেয়।" (সহীহুল বুখারী-হাঃ নং-৫৯৩৩)

"আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ মাথার কিছু অংশে নেড়া করতে ও কিছু অংশে চুল রেখে দিতে নিষেধ করেছেন।" (সহীহুল বুখারী-হাঃ নং-৫৯২০, ৫৯২১)

"তোমরা সাদা-পাকা চুল উপড়ে ফেলো না। কেননা ক্বিয়ামতের দিন তা মুসলিমের জন্য নূর (জ্যোতি) হবে"। (আবু দাউদ, হাঃ নং- ৪২০২, তিরমিযী-হাঃ নং-২৮২১)

"শেষ যামানায় এক শ্রেণীর লোক চুল-দাড়িতে কালো রংয়ের খেযাব লাগাবে। দেখতে কবুতরের বুকের মত সুন্দর লাগবে। তারা জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না।"
(আবু দাউদ, নাসাঈ, মিশকাত-হাঃ নং-৪৪৫২, সহীহুল জা-মি, হাঃ নং-৮১৫৩)

"তোমরা চুল-দাড়িতে কালো খেযাব লাগানো পরিহার করবে।" (সহীহ্ মুসলিম-হাঃ নং-৫৪০২)

"তোমরা মুশরিকদের বিপরীত করো মোচ-কেটে ছোট করে ফেল এবং দাড়ি পূর্ণ লম্বা করো।" (সহীহ্ মুসলিম হাঃ নং-৫৫/২৬০)

"গোঁফ ছোট করতে এবং দাড়ি বড় করে রাখতে রাসূল ﷺ আদেশ করেছেন।"
(সহীহ্ মুসলিম, হাঃ নং-৫৩/২৫৯)

"যে ব্যক্তি মোচ কাট-ছাট করে না (ছোট করে না) সে আমার দলভুক্ত নয়।"
(তিরমিযী হাঃ নং-২৭৬১)

"যার চুল আছে সে যেন চুলের সম্মান করে বা যত্ন করে।"
(আবু দাউদ, মিশকাত, হাঃ নং-৪৪৫০)

"সাদা চুল-দাড়ি পরিবর্তন করার জন্য সর্বাধিক উৎকৃষ্ট বস্তু হলো মেহেদী এবং কাতাম।" (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, মিশকাত-হাঃ নং-৪৪৫১)

আল্লাহ্ তা'আলার ঘোষণা স্মরণ করে শেষ করছি। মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন: " বল [হে মুহাম্মাদ !], যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। " (সূরাহ্ আ-লি-ইমরানঃ ৩১)

﴿ مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ ﴾

"যে রাসূলের আনুগত্য করলো সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করলো"
(সূরাহ্ আন্-নিসাঃ ৮০)

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ، اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ.